আন্দোলনের বিজয় : আটককৃত রিক্সা ছেড়ে দিতে বাধ্যহলো প্রশাসন

বরিশাল শহরে কোন পূর্বঘোষণা ছাড়াই সেপ্টেম্বর মাস থেকে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে প্রায় দুই শতাধিক ব্যাটারিচালিত রিক্সা আটক করা হয়। ঋণ করে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা খরচ করে বানানো এই রিক্সাচালকদের ওপর হঠাৎ করে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট। অভাবের ফলে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটানোর পাশাপাশি কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে চারকদের ঘরের জিনিসপত্র বিক্রির করতে হয়। রিক্সাগুলো আটকের পর থেকেই সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট এবং ব্যাটারি চালিত রিক্সা শ্রমিক-মালিক সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে মেয়র, পুলিশ কমিশনার, ডিসি ট্রাফিকের কাছে অনুরোধ করার পরও রিক্সা না-ছাড়ার পক্ষে তারা ছিলেন অনড়।

এঅবস্থায় ১৫ অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট এবং ব্যাটারি চালিত রিক্সা শ্রমিক-মালিক সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে বরিশাল জেলার বাসদ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন থেকে অবিলম্বে আটককৃত রিক্সা ছেড়ে দেয়া, প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান এবং বিকল্প কর্মসংস্থান ছাড়া রিক্সা উচ্ছেদ না-করার দাবি জানানো হয়। আরও জানানো হয়, দাবি আদায় না হলে চালকরা ১৭ অক্টোবর অশ্বিণীকুমার হলের সামনে গণঅনশন কর্মসূচি পালন করবে। সকাল থেকেই শত শত শ্রমিক ১৭ অক্টোবর এই গণঅনশনে অংশ নেয়। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক শাহজাহান মিস্ত্রি, লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক বদরুদ্দোজা সৈকত, উপস্থিত ছিলেন বাসদ বরিশাল জেলা সমন্বয়ক ইমরান হাবিব রুমন, শ্রমিক ফ্রন্টের জেলা সভাপতি রুস্তম হওলাদার, ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল সাগর প্রমুখ।

১৭ অক্টোবর সকাল থেকে অশ্বিণীকুমার হলের সামনে গণঅনশন কর্মসূচি শুরু হয়। শত শত শ্রমিক এই গণঅনশনে অংশ নেয়। সংগ্রাম কমিটির সভাপতি শাহজাহান মিস্ত্রির সভাপতিত্বে অনশন কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাসদ বরিশাল জেলার সমন্বয়ক ইমরান হাবিব রুমন, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন ও লঞ্চ লেবার এ্যসোসিয়েশনের সভাপতি শেখ আবুল হাশেম, জাতীয় গণতান্ত্রিক শ্রমিক ফেডারেশনের সহসভাপতি মো. ফুল মিয়া, জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্টের জেলা সভাপতি আব্দুল গণি হাওলাদার, সহসভাপতি দুলাল মজুমদার, সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, মো. বাবুল তালুকদার, শ্রমিক ফ্রন্টের প্রচার সম্পাদক হালিম হাওলাদার, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের এইচ ইমন, ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল সাগর, মামুন হোসেনসহ বিভিন্ন এলাকার শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

অনশনের কর্মসূচির পর মিছিল সহকারে ডিসি ট্রাফিক অফিসের সামনে যাওয়ার পর প্রশাসন আটককৃত রিক্সা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

আগামী ৭ নভেম্বর ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশের ঘোষণা

রিক্সায় স্প্রিং, পায়ের ব্রেক লাগানো, গতিসিমা নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন, ব্যাটারি চালিত রিক্স লাইসেন্স প্রদান, হয়রানি বন্ধের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ৭ নভেম্বর সকাল ১০টায় ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।